আমি কি আপনার পাশে এই বেঞ্চটায় বসতে পারি ?

পারেন। এটা পাবলিক প্লেস, বেঞ্চটাও পাবলিকের জন্য।

ধন্যবাদ। খুবই ধকল গেছে মশাই, একটু না জিড়োলে চলছে না।

যত খুশি জিরোন। কেউ বারণ করার নেই।

সেই কপাল কি করেছি যে, যত খুশি জিরোবো ? যারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা যদি গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে তাহলে ফের ছুটতে হবে।

হ্যাঁ, আপনি বোধহয় ছুটতে ছুটতে এলেন। এই শীতেও দেখছি আপনার বেশ জবজবে ঘাম। জামা টামা ভিজে গেছে।

প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে হল মশাই, নইলে এতক্ষণে লাশ পড়ে যেত।

সর্বনাশ ! আপনাকে কেউ খুন করতে চাইছে নাকি ?

ভীষণভাবে চাইছে। তারা গোটা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলছে। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি মানুষের আয়ুকে পদ্মপাতায় জলবিন্দু কেন বলা হয়।

কিন্তু আপনার তো এখন পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত।

পুলিশ ! তাদের কথা আর বলবেন না মশাই। বিপদে পড়ে তাদের কাছে গিয়ে কোনও মানুষ কি আজ অবধি কোনও সাহায্য পেয়েছে ?

তা অবিশ্যি ঠিক। কোনও কাজেই পুলিশের তেমন গা নেই।

আরও একটা কারণে আমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত নয়।

কী বলুন তো ?

পুলিশও আমাকে খুঁজছে কিনা।

সেকি ! আপনি ক্রিমিন্যাল !

পুলিশের খাতায় আমি ক্রিমিন্যালই বটে। আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণ, খুন, ডাকাতি এবং দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগ আছে।

বলেন কি মশাই ! আপনি তো তাহলে সাংঘাতিক লোক !

আমি কতটা সাংঘাতিক তা আমার জানা নেই। তবে আমি যে একজন হতভাগ্য এটা বেশ টের পাই।

হতভাগ্য ! হতভাগ্য কেন ? এটা তো ক্রিমিন্যালদেরই যুগ। চারদিকে তাদেরই তো দাপাদাপি দেখছি। এমনও শুনতে পাই থানা-পুলিশ, ভোট-যন্ত্র, মন্ত্রী-আমলা, প্রশাসন সবই নাকি তাদের হাতের মুঠোয়। তারাই নাকি দেশ চালাচ্ছে !

তা হতেই পারে। কিন্তু ক্রিমিন্যালদের দলে নাম লেখানোর ফুরসতটাই বা কোথায় পাচ্ছি বলুন।

তার মানে আপনি কি যথেষ্ট কৃতী ক্রিমিন্যাল নন ?

আজ্ঞে না, আমি তাদের নখের যুগ্যি নই।

কিন্তু ধর্ষণ, খুন, দাঙ্গা, ডাকাতি এগুলো কি যথেষ্ট অপরাধমূলক কাজ নয় বলে আপনার ধারণা ?

এগুলো খুবই খারাপ কাজ। কিন্তু মশাই, আমি ওসব যে কখনও করে উঠতে পারিনি।

বলেন কি ? তাহলে আপনি ক্রিমিন্যাল কীসের ?

ক্রিমিন্যালদের লোকে কী চোখে দেখে জানি না, কিন্তু আমি তাদের যথেষ্ট সমীহ করি এবং এড়িয়েও চলি। ক্রিমিন্যাল হওয়ার যে সব ন্যূনতম যোগ্যতা দরকার হয়, আমি স্বীকার করছি তা আমার নেই।

কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত। আপনি বলছেন বটে যে, দুর্বৃত্ত হওয়ার যোগ্যতা আপনার নেই, কিন্তু আপনার চেহারা সে কথা বলছে না। আপনি বেশ লম্বা চওড়া মানুষ, বেশ পেটানো স্বাস্থ্য। সুতরাং গুণ্ডামি যণ্ডামি করা আপনার পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ নয়।

আপনার ধারণাটা একটু সেকেলে। গুণ্ডা বদমাশ মানেই লম্বা চওড়া বা ব্যায়ামবীর বা বক্সার নয়। বেশিরভাগ গুণ্ডাদেরই দেখবেন, চেহারা মোটেই গাট্টাগোট্টা নয়। পিস্তল, ছোরাছুরি বা বোমা আর নৃশংসতা থাকলেই যথেষ্ট। চেহারা বাগালেই যদি গুণ্ডা হওয়া যেত তাহলে তো গুণ্ডা হওয়ায় অনেক হ্যাপা। না মশাই, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।

হ্যাঁ, কথাটা বললেন বলেই আমার এখন মনে হচ্ছে, মস্তানদের চেহারাটা বোধহয় ফ্যাক্টর নয়। আমাদের পাড়ায় মস্তান হল মশলা শ্যামল। তা মশলা শ্যামলকে দেখলে মস্তান উস্তান বলে বোঝবার উপায় নেই। বেঁটে, রোগা এবং ল্যাকপ্যাকে। তার বাবার একটা মশলা পেটাইয়ের কল আছে বলে শ্যামলের ওই নাম। দেখতে যাই হোক, সে ডেনজারাস ছেলে। পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

দ্বৈরথ

আজ্ঞে, আজকাল ষণ্ডাগুণ্ডাদের আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিল।

আপনি তাহলে মস্তান নন ?

বললাম তো, সেই যোগ্যতাই আমার নেই। তবে সমাজসেবার কাজ করতে গিয়ে যে কখনও সখনও একটু আধটু ভায়োলেন্সের আশ্রয় নিতে হয়নি তা নয়। তবে সে সব হল নিতান্তই নিরামিষ ব্যাপার। ফোর্স অ্যাপ্লাই না করলে অনেক পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় না।

আপনি কি সোশ্যাল ওয়ার্কার নাকি ?

বেকারদের হাতে তো অঢেল সময়। তাই ঘরে বসে না থেকে একটু আধটু সমাজসেবা করে সময় কাটাই আর কি !

তার মানে আপনার রোজগার নেই ?

ঠিক ধরেছেন। তবে সায়েন্স সাবজেক্টে ন্যাক ছিল বলে আমার কিছু টিউশনি জুটেছে। সকাল বিকেল দুটো ব্যাচ পড়াই। তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয় তাতে হাতখরচটা চলে যায়।

দুটো ব্যাচ ! সায়েন্স সাবজেক্ট ! না মশাই, যৎসামান্য আয় হওয়ার তো কথা নয়। আমি নিজে এডুকেশন লাইনের লোক। টিউশনির রেট অনুমান করা আমার পক্ষে শক্ত কাজ নয়। মাসে আপনার ভালই আয় হয় তাহলে ! আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, না হয় প্রসঙ্গটা থাক। কিন্তু আপনার সমাজসেবার ব্যাপারটা একটু জানতে ইচ্ছে করছে।

আহা, সে তো আর মাদার টেরিজার মতো ব্যাপার নয়। কয়েকজন বেকার ছেলে মিলে কিছু সমাজসেবা করার চেষ্টা করি আর কি। কিন্তু আমাদের তো পয়সার জোর নেই। গলার জোরও নেই। তবে গায়েগতরে যা পারি করি।

আপনাদের সমাজসেবার একটু নমুনা দিতে পারেন ? কী রকম সমাজসেবা করেন আপনারা ?

এই ধরুন পাড়ায় পাড়ায় দিশি মদের ঠেক ভাঙা, জুয়াখেলা বন্ধ করা, ইভ টিজিং দেখলে তার প্রতিবিধান করা, তার সঙ্গে মড়া পোড়ানো, রুগিদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মেটানো। আর এই সব করতে গিয়েই তো বিপদটা হল।

বিপদ ! কী রকম বিপদ ?

সুজিতবাবুর মেয়ে অলকাকে উদ্ধার করতে গিয়েই তো বিপদটা হল।

সুজিতবাবু কে ?

তিনি ঘ্যামা লোক মশাই। সরকারি অফিসার তার ওপর রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে নাম করেছেন।

সুজিত রায়ের কথা বলছেন নাকি ?

আজ্ঞে।

নাম শুনেছি, ভালই রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন।

অলকা তাঁরই মেয়ে। এক মস্তানের সঙ্গে আশনাই হয়েছিল। এই নিয়ে বাড়িতে তুলকালাম লেগে গেল। সুজিতবাবু পুলিশকে লাগালেন মস্তানকে জব্দ করার জন্য। কিন্তু জানা গেল, সেই মস্তান এক বড় মাপের পুলিশকর্তার ভাইপো। শুধু তাই নয়, মস্তান হলেও সে ছাত্র ভাল, আই পি এস পরীক্ষা দিয়েছে।

বাঃ তাহলে তো ভাল পাত্রই বলতে হবে।

সে তো বটেই।

তাহলে আপনার বিপদ কীসের ?

নির্বোধ লোকদের কি বিপদের অভাব হয় !

খুলে বলুন মশাই।

আমি যে নির্বোধ এটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন ? যদি বুঝে গিয়ে থাকেন তাহলে খুলে বলতে আর আপত্তি কীসের ? অলকা ভারী লাবণ্যময়ী মেয়ে। আজকালকার উগ্র সুন্দরী নয়। ভারী নরম সরম, লাজুক এবং সুশ্রী। তাকে দেখে আমার মাথা ঘুরে যায় এবং আমি তার প্রেমেও পড়ে যাই।

এক তরফা ?

অবশ্যই এক তরফা। অলকার তো আমাকে পাত্তা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে বাঁচোয়া এই যে ওরকম এক তরফা প্রেমে আমি প্রায়ই পড়ে যাই এবং পাত্তা না পেয়ে তা কাটিয়েও উঠি। আসলে সুজিতবাবু প্রথম দিকে মেয়ের প্রেমে খার খেয়ে পুলিশকে ইনফর্ম করার আগেই আমাদের সাহায্যও চেয়েছিলেন। তখনই ইনসিডেন্টালি আমার অলকাকে দেখা এবং প্রেমে পড়া। যাই হোক শেষ অবধি পাত্রের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে সুজিতবাবু খুশিই হলেন এবং পাত্রটিকে মেনেও নিলেন।

তাহলে তো সমস্যা মিটেই গেছে !

আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্যাটা মিটে যাওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু বাগড়া দিল আর একটা মেয়ে মৃণ্ময়ী।

সে আবার কে ?

মৃণ্ময়ী একদিন তার বাবাকে নিয়ে আমাদের কাছে হাজির। এই মেয়েটিও যথেষ্ট সুন্দরী। তবে এরা বিশেষ পয়সাওলা নয়। বাবা গৌরাঙ্গ মজুমদার একজন ব্যর্থ আর্টিস্ট। ফিল্ম স্টুডিওতে ফুরনের কাজ, বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ফ্রিল্যান্স কাজ করে সংসার চলে। সপ্তর্ষি বছর দেড়েক আগে এই মেয়েটিকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল।

সপ্তর্ষিটা আবার কে ?

সপ্তর্ষি হল সেই মস্তান ছেলেটা যার সঙ্গে অলকার আশনাই।

বলেন কি ?

হ্যাঁ। কেস খুব জটিল। সপ্তর্ষি এখন বিয়েটা মানতে চাইছে না। মেয়েটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। টাকা পয়সা অফার করেছে এবং ভয়ও দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার বক্তব্য শুধু কাগজে কলমে বিয়ে নয়। বিয়ের পর সপ্তর্ষি তাকে নিয়ে পুরী এবং আরও দু এক জায়গায় গিয়ে সহবাসও করেছে। এই বৃত্তান্ত শুনে এবং ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে যাচাই করে আমরা কেসটা টেক আপ করি। প্রথমে জানাই সপ্তর্ষির কাকা পুলিশের সেই বড় কর্তাটিকে, তারপর সুজিত রায়কে এবং অলকাকেও।

বটে ! বেশ গোলমাল পাকিয়ে উঠল তাহলে !

যে আজ্ঞে। গোলমাল বলতে গোলমাল ! আমার সমাজসেবী বন্ধুদের আর আমার ওপর সেই রাতেই প্রচণ্ড হামলা হল। আমাদের ঠেকে অন্তত গোটা দশেক বোম চার্জ করা হয়েছিল। গৌরাঙ্গ মজুমদারের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় এবং মৃণ্ময়ীকে নিয়ে তিনি ও তাঁর বউ বাগনানের গ্রামে মৃণ্ময়ীর মামাবাড়িতে পালিয়ে যান। আর আমি একটু বেশি তড়পেছিলাম বলে আমার ওপর দু তরফা আক্রমণ শুরু হয়েছিল। সপ্তর্ষি ওরফে ঘাটুর দলবল আমাকে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওদিকে পুলিশ এক গাদা কেস ঝুলিয়ে আমার নামে হুলিয়া জারি করে মজা দেখাচ্ছে।

বুঝেছি। অলকা আর তার বাবার রি-অ্যাকশন কী ?

আমরা যখন সুজিতবাবু আর অলকাকে ব্যাপারটা জানাই তখন প্রথমে তারা বিশ্বাস করেননি। পরে খোঁজখবর নিয়ে তাঁরাও কনফার্মড হন। আমাদের ওপর হামলার পেছনে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই।

বুঝলাম, আপনার সত্যিই বিপদ যাচ্ছে।

আমার এবং মৃণ্ময়ীদেরও। ওদের বাড়িটা পুড়ে গেছে এবং ওরা কলকাতায় ফিরতে পারছেন না। তাই আমি ঠিক করেছিলাম এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। আমি একদিন সাহস করে ঘাটু অর্থাৎ সপ্তর্ষির ক্লাবে গিয়ে হাজির হই এবং তার মস্তান বন্ধুদের সব ব্যাপারটা খুলে বলি। তারা জানত মৃণ্ময়ীর কেসটা সাজানো। আমার থেকে সব শুনে তারাও খোঁজখবর নেয় এবং সব জানতে পারে। তারা এখন চেষ্টা করছে সপ্তর্ষিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েটা মেনে নেওয়ার জন্য রাজি করাতে। ফলে সপ্তর্ষির পুরো রাগটা এখন আমার ওপর। ইতিমধ্যে আমার বাড়ির লোকজনকে তার কিছু মস্তান সাগরেদ যথেষ্ট হেনস্থা করেছে।

তাহলে আপনি তো বাড়িতেও ফিরতে পারছেন না।

আজ্ঞে না।

তাহলে আছেন কোথায় ?

তার কোনও ঠিক নেই। কখনও মাসির বাড়ি যাই, কখনও কোনও বন্ধুর বাড়ি। তবে একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার ?

আজ অলকা আমার মোবাইলে ফোন করেছিল।

তাই নাকি ? সে কী বলল ?

বলল, আপনি আমাকে একটা মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, আমি আপনার বিপদে কিছু করতে চাই।

বটে। কিন্তু সে কী করতে পারে ?

আমিও তাকে তাই বললাম। বললাম, ম্যাডাম, আপনার সিমপ্যাথির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই মারকাটারি বিপদের মধ্যে আপনার তো কিছু করার নেই। আপনি এর মধ্যে প্লিজ আসবেন না। কিন্তু অলকা খুব জেদি গলায় বলল, অন্তত আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিন, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

দেখা করলেন নাকি ?

এখনও নয়। তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অলকা ঠিক এইখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সেইজন্য তো বিস্তর ঝুঁকি নিয়েও আমাকে আসতে হয়েছে।

দেখা করলেন নাকি ?

করব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অলকা ঠিক এখানেই আসবে।

মশাই এটা তো একটা ট্র্যাপও হতে পারে ?

হ্যাঁ সে সম্ভাবনা থাকছে। কিন্তু এই সব বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তো আমাদের পুরুষ মানুষের মতো বাঁচতে হবে, তাই না ?

আপনার সাহস দেখে বড় ভালো লাগল। আপনার আর অলকার সম্মানার্থে আমি বরং পাশের বেঞ্চে গিয়ে বসছি।

ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

সমাপ্ত